WBPSC

SANSKRIT

STUDY MATERIALS

SLST বাদে

অতিরিক্ত বিষয় সমূহ

BSSEI BELUR MATH

CALL US: 8777279548

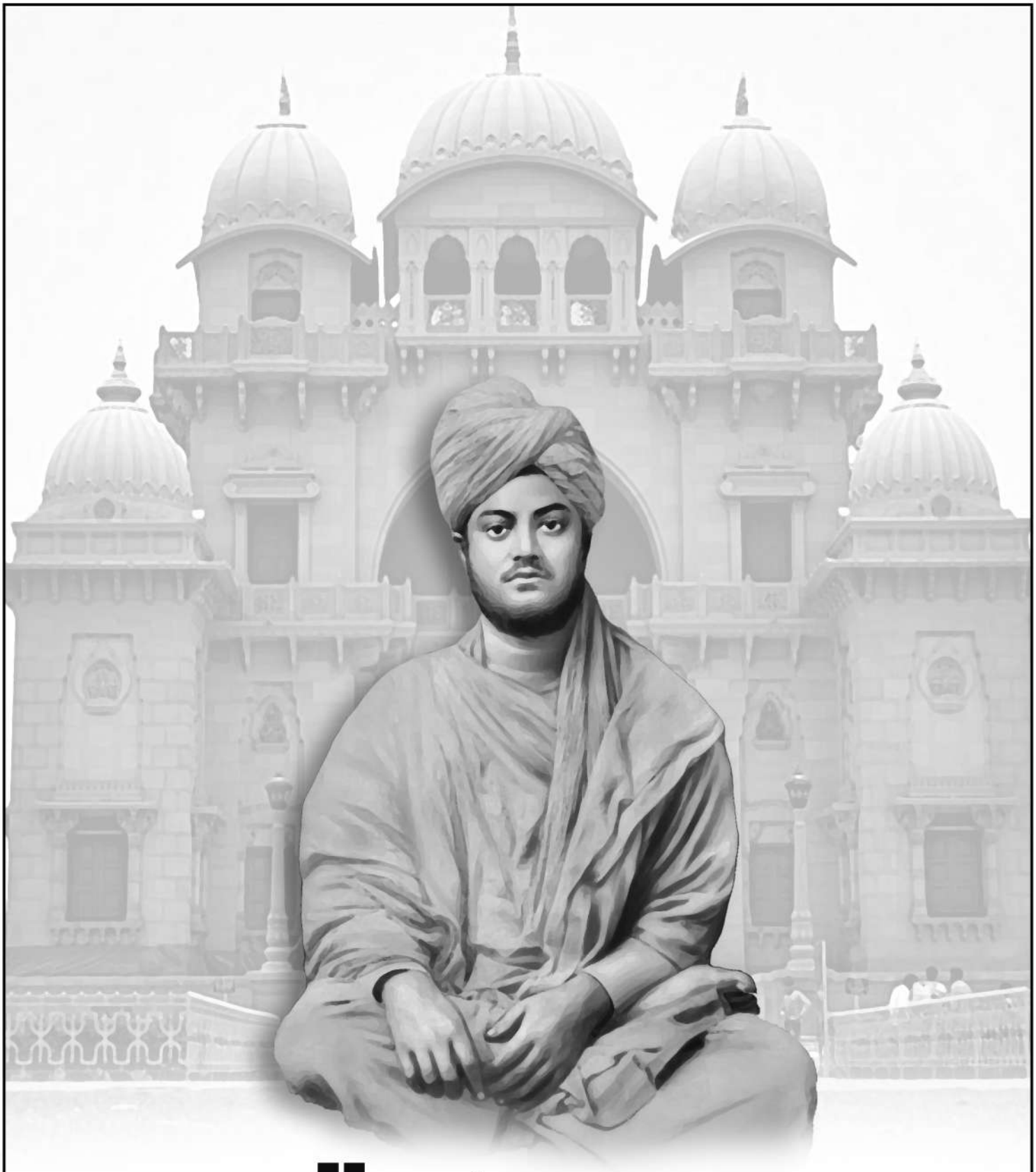

" ওঠো, জাগো,
লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। "

-স্বামী বিবেকানন্দ

BSSEI Belur

Digital Classes

Study Online from Home

Dear Aspirant,

I welcome you on behalf of the whole institute and thank you for showing your interest in us.

For years we have been educating young men and women who entered its community and attained their transformation into responsible citizens and leaders of corporations. By joining us, you are embarking on an education system that is meant to be transformative – academically, socially, and personally. "Excellence and Values" are our guiding principles which are reflected in every activity of the Institute.

Our Handbook plays a bigger role in many competitive and government exams. It holds the power of making or breaking your chance of success. Therefore, the candidates should cover Current Affairs thoroughly and smartly. Our Handbook is divided into different sections keeping in mind the need for various exams. Presentation of the given Current Affairs has been planned meticulously. It has been planned in such a way that it remains in the minds of readers for a longer duration.

Our mission is to provide a safe, secure environment in which every student will acquire the skills and knowledge necessary to become accomplished, productive members of the ever-changing, global community. Our faculty is a very dedicated group of individuals who continue to focus on providing the best possible instruction for our students.

Once again, welcome to our community of shared principles and values. Wish you happy, healthy, and fruitful years ahead.

Looking forward to welcoming you to the Institute.

AMIT KUMAR DEY

2023, BSS Educational Institute

All Copyright Reserved

Address: 27, Pal Ghat Lane, Belur, Howrah, West Bengal-711202

Contact Info: 8777279548

Mail: samskrita.samskriti@gmail.com

Website: https://bssei.in/

Disclaimer

This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication. In spite of this, errors may creep in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publisher nor the author or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom. It is suggested that to avoid any doubt the reader should cross-check all the facts, law and contents of the publication with original Government publication or notifications.

For binding mistake, misprints or for missing pages, etc., the publisher's liability is limited to replacement within seven days of purchase by similar edition. All expenses in this connection are to be borne by the purchaser.

All copyright reserved

No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means(graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval systems) or reproduced on any disc, tape, perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Author represents and warrants that the Author is the author and proprietor and sole owner of all rights in the work, that the Work is original except for such excerpts from copyrighted works as may be included with the permission of the copyright owner thereof, that the Work does not violate the right of privacy of or libel any person that it does not infringe any copyright, trademark, patent or any right of others

সূচিপত্র

PSC SANSKRIT

No	Subject	Page No
1	বেদ বেদাঙ্গ ও বৈদিক সাহিত্য	
1.1	সৌমনস্য সূক্ত.....	
1.2	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্.....	
2.	সাহিত্যশাস্ত্র	
2.1	সাহিত্যদর্পনম্	
2.2	ছন্দ.....	
3.	সংস্কৃত সাহিত্য	
3.1	কুমারসম্ভবম্ (প্রথম সর্গ).....	
3.2	বর্ষাবর্ণনম্ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্).....	
3.3	দশকুমারচরিতম্ (রাজবাহনচরিতম্).....	
4.	অন্যান্য	
4.1	শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা.....	

বেদ বেদাঙ্গ ও বৈদিক সাহিত্য

সৌমনস্য সূক্তম্

- সাংমনস্যসূক্ত (ঋগ্বেদ - ১০/১৯১)
- অপরনাম - সংজ্ঞানসূক্ত
- ঋষি - আঙ্গিরস সংবনন
- ছন্দ - অনুষ্টুপ (১,২,৪), ত্রিষ্টুপ (৩)
- দেবতা - অগ্নি (১), সংজ্ঞান (২,৩,৪)
- ঋগ্বেদের অন্তিম সূক্তটির নাম সাংমনস্যসূক্ত।
- সাংমনস্যসূক্তে মোট চারটি মন্ত্র আছে।

সংসমিদ্যুবসে বৃষন্নগ্নে বিশ্বান্যর্য আ ।
ইळস্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর ॥ ১ ॥

- এই মন্ত্রের দেবতা অগ্নি।
- 'সংসম্ ইৎ যুবসে' এখানে 'প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে' সূত্রদ্বারা ছন্দের পাদপূরণের জন্য 'সম্'-এর দ্বিত্ব হয়েছে।
- 'বৃষন্' শব্দের অর্থ অভীষ্টফলবর্ষণকারী।
- অগ্নি প্রভুরূপে সকলকে চারদিক থেকে মিলিত করে।
- 'ইলস্পদে' শব্দের অর্থ যজ্ঞবেদীতে, পৃথিবীর উপরের বেদীতে।
- অগ্নি যজ্ঞবেদীতে সম্যকরূপে প্রজ্জ্বলিত হয়।
- অগ্নি আমাদের সম্পদ দান করে।

সং গচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥ ২ ॥

- এই মন্ত্রের দেবতা সংজ্ঞান।
- একসাথে চলো, একসাথে বলো, তোমাদের মন এক হোক।
- ঋত্বিকগণকে সম্বোধন করে এই মন্ত্র বলা হয়েছে।
- 'সং বো মনাংসি' বঃ এর বিকল্প যুষ্মাকম্।
- আগে যেমন দেবতারা যজ্ঞভাগ সমানভাবে গ্রহণ করতেন।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥

- এই মন্ত্রের পূর্বার্ধ পরোক্ষকৃত। উত্তরাধ প্রত্যক্ষকৃত।
- এদের মন্ত্র সমান, মিলন সমান, মন সমান, হৃদয় সমান হউক।
- তোমাদের উদ্দেশ্যে সমান মন্ত্র উচ্চারণ করছি, সমান হবিদ্বারা আহুতি দিচ্ছি।

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ৪ ॥

- তোমাদের ইচ্ছা সমান হোক, তোমাদের হৃদয় সমান হোক।
- তোমাদের মন সমান হোক, যাতে তোমাদের সুসংহতি ঘটে।

BSSEI

বর্ষাবর্ণনম্

(রামায়ণস্য কিষ্কিন্ধাকান্ডম্)

■ <u>ভূমিকাঃ-</u>

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবের সঙ্গে রামের বন্ধুত্ব হওয়ার পর, শ্রীরাম বালী বধ ও সুগ্রীবের অভিষেক করার পর মাল্যবান পর্বতের উপর অনুজ লক্ষণকে নিয়ে বর্ষার বর্ণনা করেছেন, যা বর্ষাবর্ণনম্ নামে পরিচিত। এখানে শ্রীরাম প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে নিজের বর্তমান অবস্থারও বর্ণনা দিয়েছেন। প্রিয়া বিরহে তার হৃদয়ের অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতির অবস্থার বর্ণনাও দিয়েছেন।

প্রথমে তিনি আকাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে লক্ষণকে বলেছেন, এই সময় হল বর্ষাকালের সময় অর্থাৎ বর্ষণ শুরুর সময়। এই সময় পর্বততুল্য মেঘের দ্বারা আকাশ পরিব্যাপ্ত থাকে। আকাশ সূর্যের কিরণের রস পান করে নয়মাস গর্ভ ধারণ করে বর্ষা প্রসব করে। গিরিমল্লিকা ও অর্জুনবৃক্ষ মেঘরূপ সিঁড়ি দ্বারা আকাশে আরোহণ করে তাদের পুষ্পরূপ মাল্যের দ্বারা সূর্যদেবকে অলঙ্কৃত করে। সন্ধ্যার সময় আকাশ তাম্রবর্ণ এবং তার প্রাপ্তভাগ শম্ভুবর্ণের শোভা ধারণ করে। যা দেখে মনে হয় আকাশ শুভ্র মেঘরূপ বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রেখেছে। বায়ু মৃদুস্নিগ্ধ হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করায় সন্ধ্যাকে শীতল চন্দনের ন্যায় রঞ্জিত করে। মেঘের পাণ্ডুবর্ণ শরীরে আকাশকে দেখে কামাতুর পুরুষের ন্যায় মনে হয়। গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তেজে অত্যিষ্ট ঘর্মকৃষ্টা পৃথিবী বর্ষাকালের এই জন্মধারায় সিক্ত হয় যা দেখে শ্রীরাম বলেছে পৃথিবীও যেন শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় অশ্রুমোচন করছে।

বাতাস সম্পর্কে বলেছেন, মেঘের উদর থেকে নির্গত হয়ে, কর্পূরখণ্ডের ন্যায় শীতল হয়ে, কেতকফুলের গন্ধমিশ্রিত হয়ে বাতাস এমন অপরূপ শোভা বর্ধন করছে যে তা অঞ্জলি ভরে পান করতে মনে ইচ্ছার সঞ্চার করছে। বাতাসের সুগন্ধ আবৃত হয়ে মাল্যবান পর্বতকে দেখে মনে হচ্ছে যেন শত্রুহীন সুগ্রীবের ন্যায় অভিষিক্ত হয়ে মেঘরূপ কৃষ্ণবর্ণের মৃগচর্ম ধারণ করেছে। বৃষ্টির ধারায় পর্বতকে দেখে মনে হচ্ছে যেন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেছে। বাতাস এত প্রবল যে তার শব্দ পর্বতগুহাতে বেদপাঠরূপ শব্দ বলে মনে হচ্ছে।

বিদ্যুৎ সম্পর্কে বলেছেন, বিদ্যুৎ স্বর্ণচাবুকের ন্যায় আকাশকে আঘাত করছে, আকাশের গর্জন সেই বেদনারই আর্তনাদ। এই নীলমেঘাশ্রিতা প্রকাশিতা বিদ্যুৎকে রামের মনে হচ্ছে যেন রাবণের গৃহে তপস্বিনী সীতার মতো। রাম এখানে বর্ষারবর্ণনা প্রসঙ্গে লক্ষণ কে '<u>সৌমিত্র</u>' শব্দের দ্বারা সীতাকে '<u>বৈদেহী</u>' শব্দের দ্বারা সম্বোধন করেছেন।

বর্ষার মনোরম সৌন্দর্যের কথার পাশে তার সুফলগুলিও রাম এই বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, যেমন বর্ষার জলে রাস্তার ধূলিকণাগুলি শান্ত হয়েছে, বাতাস শীতল হয়েছে যার ফলে মানুষ থেকে শুরু করে গাছপালা, পশু-পক্ষী সবাই শান্তি পেয়েছে, গ্রীষ্মের দাহস্বর প্রশমিত হয়েছে, রাজাদের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়েছে, প্রবাসীরা স্বদেশে ফিরেছে।

কোথাও প্রকাশিত আবার কোথাও অপ্রকাশিত মেঘে আকাশ শোভা পাচ্ছে। আবার কোথাও পর্বতের দ্বারা অবরুদ্ধ শান্ত মহাসমুদ্রের মতো আকাশ শোভিত হচ্ছে। যেগুলি দেখে প্রকৃতি ও মানব উভয়েই অত্যন্ত শান্তি, আনন্দ উপভোগ করছে। শাল ও কদমফুল মিশ্রিত তামাটে রঙের নতুন জল দ্বারা পূর্ণ হয়ে পার্বত্যনদীগুলি ময়ূরের কেকারবের সঙ্গে দ্রুত বেগে বইছে। বর্ষাকালে প্রবল ঝড় এবং বৃষ্টির ফলে জাম ও আম ফলের ফলন হওয়ায় মানুষ ভ্রমরের মতো কালো রসালো জামফল প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছেন এবং নানা রঙ্গে পাকা আম বাতাসের জোড়ে মাটিতে পড়ছে।

বিদ্যুতের পতাকা, বলাকাশ্রেণীর মালা, বিশাল পর্বতের শিখরতুল্য মেঘেরা যুদ্ধে অবস্থিত মদমত্ত হাতিদের মতো গর্জন করছে। বর্ষার জলে পুষ্ট সবুজ তৃণক্ষেত্রে ময়ূরেরা নৃত্যোৎসবে প্রবৃত্ত হয়েছে। মেঘের দল বর্ষণ করছে. রাম অনুজ লক্ষণকে বলছে দেখো বণভূমি এইসময় অধিক শোভা পাচ্ছে। জলের ভার বইতে বইতে বলাকাশোভিত মেঘসমূহ গর্জন করতে করতে পর্বতের উঁচু শিরায় বিশ্রাম নিতে নিতে। মেঘেরা পুনরায় যাত্রা শুরু করছে। গর্ভধারণের জন্য বলাকাশ্রেণী মেঘকে কামনা করে আকাশে উড়ছে। যা দেখে মনে হচ্ছে শ্বেতপদ্মের মালা বাতাসে আন্দোলিত হয়ে আকাশের কণ্ঠে ঝুলছে। এই বর্ষার সময় নিদ্রা ধীরগতিতে কেশবের দিকে এগোচ্ছে, নদী দ্রুতগতিতে সমুদ্রের দিকে ছুটছে। হৃষ্ট বকেরা মেঘের দিকে যাচ্ছে। সকামনারী প্রিয়ের কাছে যাচ্ছে। গাভীদের প্রতি ষাঁড়গুলি সমানভাবে আসক্ত হয়েছে। সবুজ বন ও শস্যক্ষেত্র পৃথিবী রমনীয় হয়েছে। প্রিয়াবিরহীরা চিন্তা করছে। বানরেরা আশ্বস্ত হচ্ছে। কেতকীফুলের গন্ধে উৎফুল্ল, বনের ঝরণাগুলিতে জলপ্রপাতের শব্দ শুনে আকুলিত মদবারিযুক্ত মত্ত হাতি ময়ূরদের সঙ্গে গর্জন করছে। পার্বত্যপথে বিচরণকারী যুদ্ধে ইচ্ছুক হাতি মেঘের গর্জন শুনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো হাতির গর্জন মনে করে যুদ্ধের জন্য ফিরে আসছে। অনেকের আশ্রয় হয়ে বনের প্রান্তভাগগুলি শোভা পাচ্ছে। ভ্রমররূপ বীণার মধুর ধ্বনি, ব্যাঙের উচ্চারিত কঙ্ক, ধ্বনিরূপতাল, মেঘরূপ মৃদঙ্গ ধ্বনির সাথে প্রকাশিত বনে বনে সঙ্গীত শুরু হয়েছে। মেঘের গর্জন শুনে ব্যাঙেরা দীর্ঘ দিনের নিদ্রা ত্যাগ করে জেগে উঠেছে। সিংহেরা বনে বিক্রম দেখাচ্ছে, বিশাল পর্বতগুলি রমনীয় হয়েছে, রাজাগণ নিভৃতে অবস্থান করছেন, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘেদের নিয়ে খেলা করছেন। মেঘে ঢাকা থাকায় তারা না সূর্য দেখা যাচ্ছে না। নতুন জলের ধারায় পৃথিবী তৃপ্ত হয়েছে। চারিদিক অশ্বকারময় থাকায় দিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না। আকাশ

থেকে পাখিরা চলে গেছে, পদ্মের পাঁপড়ি বুজে গেছে, মালতীফুল ফুটছে যা দেখে বোঝা যায় সূর্য অস্ত গেছে। রাজাদের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়ে অর্থাৎ যুদ্ধে যেতে নিয়ে সেনারা পথে আটকে পড়েছে শত্রু এবং পথ উভয়েই বিপর্যস্ত হয়েছে।

ভাদ্রমাস সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের সামগান বা স্বাধ্যায়ের সময়। সামগাণের এই সময় উপস্থিত হয়েছে। রামের ধারণা হয় ভরত নিশ্চয় আষাড় মাস উপস্থিত হতেই সমস্ত কিছু সঞ্চয় করেছেন। সরযূ নদীর বেগ বেড়েছে এবং পরিপূর্ণ হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, ঠিক যেমন রামকে বনবাসে আসতে দেখে অযোধ্যাবাসীদের কান্না বেড়েছেল।

এরপর রাম তাঁর নিজের দুঃখের বিরহের কথা বলেছেন, শত্রুবিজয় করে সুগ্রীব তার রাজ্যে স্ত্রীকে নিয়ে মহাসুখে আছেন, শুধু রাম-ই রাজ্যচ্যুত, স্ত্রী অপহৃতা। রামের মন এতটাই ভারাক্রান্ত যে মহাশত্রু রাবণকে তার অপরাজয় বলে মনে হচ্ছে। সীতাকে কীভাবে রাবণের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় এই চিন্তা করতে করতে তিনি ভাবলেন সগ্রীব তাকে অবশ্যই উপকার করবেন, এই বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। আমি এই জন্যই সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও নদীর জলের স্বচ্ছতা চেয়ে শরৎকালের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে আছি। কোনো বীরপুরুষ যদি কারও উপকারে উপকৃত হয়, তাহলে যার উপকারে উপকৃত হয়, তাকে অবশ্যই পুনঃ উপকার করে তার ঋণ শোধ করতে হয়। কিন্তু যদি কেউ সেই উপকারকে না মেনে ভুলে গিয়ে মুখ ফিড়িয়ে নেয়, তাহলে সে শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ পুরুষের মনে আঘাত করে। শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শুনে অণুজ লক্ষণ বিচারপূর্বক তাঁর প্রশংসা করে দু-হাত জোড় করে নিজের শুভ দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে নয়নাভিরাম শ্রীরামকে বললেন, নরেশ্বর! যেমন আপনি বলেছেন, বানররাজ সুগ্রীব দ্রুতই আপনার মনের আকাঙ্খা পূরণ করবেন। সুতরাং আপনি শত্রুকে সংহার করার দৃঢ় নিশ্চয়তা নিয়ে শরৎকালের প্রতীক্ষা করুণ ও বর্ষাকালের এই বিলম্বকে সহ্যকরুন।

➢ <u>গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী</u>

- রামায়ণের রচয়িতা- আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি।
- রচনাকাল- খ্রী.পূ ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রী.পূ দ্বিতীয় শতক।
- আদিকাব্য- শ্রীমদ্বাল্মীকীরামায়ণম্।
- নামান্তর- রামচরিত, রঘুবংশচরিত,পৌলস্তবধ,ভার্গবগীত,চতুর্বিংশসাহস্রী সংহিতা।
- ছন্দ- অনুষ্টুপ
- মূলরস- করুণ
- অধ্যায়- ৫০০
- শ্লোক- ২৪০০০
- কান্ডসমূহ- ৭টি।

১. বালকান্ড (৭৭সর্গ),২. অযোধ্যাকান্ড (১১৯ সর্গ),৩. অরণ্যকান্ড(৭৫সর্গ), ৪. কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড(৬৭সর্গ), ৫. সুন্দরকান্ড(৬৮সর্গ), ৬. যুদ্ধকান্ড(১৩০সর্গ) ও ৭. উত্তরকান্ড(১২৫সর্গ)।

- বর্ষাবর্ণনম্ পাঠ্যাংশটি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডের ২৮তম সর্গ।
- মোট শ্লোকসংখ্যা- ৬৬টি।
- বক্তা- রাম।
- শ্রোতা- লক্ষণ।

পাঠ্যাংশ্য

স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীত্॥ ১॥

- <u>অনুবাদ</u>

শ্রীরাম বালীকে হত্যা করার পর এবং সুগ্রীবকে অভিষেক করার পর মাল্যবান লামক পর্বতের উপর অনুজ লক্ষ্মণ কে বর্ষার বর্ণনা দিয়েছেন।

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ।
সম্পশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসংনিভৈঃ ॥ ২॥

- <u>অনুবাদ</u>

শ্রীরাম অনুজ লক্ষ্মণকে বলেছেন, বর্ষাকাল এর সময় হল বর্ষন শুরুর সময়। এই সময় আকাশ যেন পর্বততুল্য মেঘের ন্যায় পরিব্যাপ্ত থাকে।

✓ বিশেষ –

BSSEI

"ত্বং" শব্দের দ্বারা লক্ষ্মণকে বোঝানো হয়েছে।
গিরিসন্নিভৈঃ – পর্বততুল্য।

नवमासधृतं गर्भं भास्करस्य गभस्तिभिः ।
पीत्वा रसं समुद्राणां द्यौः प्रसूते रसायनम्॥३ ॥

- অনুবাদ

এই সময় আকাশ যেন সূর্যের কিরণের দ্বারা রস পাণ করে নয়মাস গর্ভ ধারণ করে বর্ষা প্রসব করে।

✓ বিশেষ- গভস্তিভিঃ – সূর্যের কিরণ দ্বারা।
দ্যৌঃ – আকাশ।

शक्यमम्बरमारुह्य मेघसोपान-पंक्तिभिः ।
कुटजार्जुन-मालाभि-रलंकर्तुं दिवाकरः॥४॥

- অনুবাদ

গিরিমল্লিকা ও অর্জুনবৃক্ষ মেঘরুপ সিঁড়ি দ্বারা আকাশে আরোহণ করে তাদের পুষ্পরুপ মাল্যের দ্বারা যেন সূর্যদেবকে অলংকৃত করছে।

✓ বিশেষ- কুটজ- গিরিমল্লিকা
দিবাকর- সূর্যদেব।

संध्यारागोत्थितैस्ताम्रैरन्तेष्वपि च पाण्डुभिः ।
स्निग्धै-रभ्रपटच्छेदै-बद्धवण-मिवाम्बरम्॥५॥

- অনুবাদ

এইসময় আকাশ সন্ধ্যাকালে তাম্রবর্ণ এবং তার প্রান্তভাগ পান্ডুবর্ণের শোভা ধারণ করে।তার ফলে ওই আকাশকে দেখে মনে হয় যেন আকাশের স্নিগ্ধ ব্রণ শুভ্র মেঘরুপূ বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রেখেছে।

मन्द-मारुति-निःश्वासं या- चन्दन-रञ्जितम्।
आपाण्डु-जलदं भाति कामातुर-मिवाम्बरम् ॥६॥

- অনুবাদ

বায়ু মৃদুস্নিগ্ধ হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর, সন্ধ্যাকে শীতল চন্দনের ন্যায় রঞ্জিত করে। মেঘের পান্ডুবর্ণ শরীরে আকাশকে দেখে কামাতুর পুরুষের ন্যায় মনে হয়।

एषा घर्म-परिक्लिष्टा नववारि-परिप्लुता।
सीतेव शोक-संतप्ता मही बाष्पं विमुञ्चति॥७॥

- অনুবাদ

গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তেজে ঘর্মকৃষ্টা পৃথিবী বর্ষাকালের এই বারিধারা বা জলধারায় সিক্ত হয়,যা দেখে মনে হয় পৃথিবীও শোকসন্তপ্তা সীতার ন্যায় অশ্রুমোচন করছে।

मेघोदर-विनिमुक्ताः कर्पूरदल- शीतलाः ।
शक्य-मञ्जलिभिः पातुं वाताः hतक-गधिनः॥८॥

- অনুবাদ

মেঘের উদর থেকে নির্গত হয়ে,কর্পূরখন্ডের ন্যায় শুভ্রশীতল বাতাস প্রবাহিত হয়ে কেতকূফুলের গন্ধমিশ্রুত হয়ে এমন অপরুপ শোভা বর্ধন করছে যেতা যেন অঞ্জলিভরে পান করতে মনে ইচ্ছার সঞ্চার করছে।

एष फुल्लार्जुनः शैलः केतकै-रभिवासितः।
सुग्रीव इव शान्तारि-र्धाराभि-रभिषिच्यते॥९॥

- অনুবাদ

অর্জুনফুলে সজ্জিত, কেতকীফলের সুগন্ধে আবৃত এঐই মাল্যবান পর্বতকে দেখে মনে হচ্ছে যেন শত্রুহীণ সুগ্রীবের ন্যায় অভিষিক্ত হয়েছে।

BSSEI

मेघ-कृष्णाजिन-धरा धारा-यज्ञो-पवीतिनः।
मारुता- पूरितहुहाः प्राधीता इव पवता ॥ १०।।

- অনুবাদ

বর্ষার অপরুপ সৌন্দর্যে মেঘরুপ কৃষ্ণবর্ণের মৃগচর্ম ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করে এই পর্বত।পর্বতগুহায় বাতাসের শব্দ ব্দরপাঠরুপে শোভা পায়।

- বিশেষ- কৃষ্ণাজিন- কৃষ্ণ মৃগচর্ম

মারুতা-পুরিতগুহাঃ প্রাধীতা- বাতাসের শব্দ বেদপাঠরুপে।

कशाभि-रिव हैमीभि-र्विद्युद्भि-रभिताडितम्।
अन्तः स्तनित- निर्घोषं सवेदन- मिवाम्बरम् ॥ ११॥

- অনুবাদ

বর্ষাকালে বিদ্যুৎ স্বর্ণচাবুকের ন্যায় আকাশকে আঘাত করে এবং আকাশের গর্জন সেই আঘাতের ফলে প্রাপ্ত বেদনার আর্তনাদ।

✓ বিশেষ- কশাভি-রিব হৈমীভি-বিদ্যুদ্ভি- বিদ্যুৎ স্বর্ণচাবুকের ন্যায় আঘাত করে।
অন্তঃস্তনিত নির্ঘোষং – আর্তনাদ।

नील- मेघाश्रिता विद्युत स्फुरन्ती प्रतिभाति मे ।
स्फुरन्ती रावणस्याङ्के वैदेहीव तपस्विनी ॥ १२॥

- অনুবাদ

শ্রীরামের সেই নীলমেঘ আশ্রিতা প্রকাশিতা বিদ্যুৎকে রাবণের অঙ্কে তপস্বিণী সীতার মতো মনে হয়।

✓ বিশেষঃ- 'মে' বলতে রামকে বোঝানো হয়েছে।
'বৈদেহী' বলতে সীতাকে বোঝানো হয়েছে।

इमास्ता मन्मथ-वतां हिताः प्रतिहता दिशः ।
अनुलिप्ता इव घनै-र्नष्टग्रह-निशाकराः॥ १३॥

- অনুবাদ

আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হওয়ায় গ্রহ, নক্ষত্র ও চন্দ্র সব ঢাকা পড়ে গেছে. যার ফলে মানুষ্য দিন-রাত্রি পূর্ব, পশ্চিম সমস্ত দিক বিবেচনা করতে পারছে না। (অক্ষম হয়ে পরেছে)

क्वचिद् बाष्पाभि-संरुद्धान् वर्षागम-समुत्सुकान्।
कुटजान् पश्य सौमित्रे पुष्पितान् गिरिसानुषु ।
मम शोकाभिभूतस्य काम-संदीपनान् स्थितान् ॥ १४॥

- অনুবাদ

রাম অনুজ লক্ষ্মণকে বলছেন, দেখো এই পর্বতে চূড়ার উপর জন্মানো কুটজ কেমন শোভা বিস্তার করছে। কখনো প্রথম বর্ষা হওয়ার জন্যে মাটিতে ব্যাপ্ত হচ্ছে আবার বর্ষার আগমনে অত্যন্ত উৎসুক বলে মনে হচ্ছে। আমি তো প্রিয়াবিরহের শোকে পীড়িত আর কুটজফুল যেন আমার প্রেমাগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে তুলছে।

रजः प्रशान्तं सहिमोऽद्य वायु-
निंदाघ-दोषप्रसराः प्रशान्ताः ।
स्थिता हि यात्रा वसुधाधिपानां
प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान् ॥ १५॥

- অনুবাদ

BSSEI

বর্ষাকালে ধূলিকণা শান্ত হয়েছে, বাতাস শীতল হয়েছে, গ্রীষ্মের দোষ প্রশমিত হয়েছে. রাজাদের যুদ্ধযাত্রা স্থগিত হয়েছে, প্রবাসীরা স্বদেশে ফিরেছে।

✓ বিশেষঃ- নিদাঘদোষ- গ্রীষ্মকালের অতিরিক্ত গরম।
বর্সুবাধিপালং- রাজাদের যুদ্ধযাত্রা।

সম্প্রস্থিতা মানস-বাসলুব্ধাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ।
অভীক্ষ্ণ-বর্ষোদক-বিক্ষতেষু যানানি মার্গেষু ন সম্পতন্তি॥ ১৬॥

- অনুবাদ

মানসরোবরে থাকার জন্য হংসসমূহ যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। এই সময় চক্রবাক্ পাখিরা তাদের প্রেমিকাদের সাথে দেখা করছে। বর্ষার জলে রাস্তা বির্পযস্ত হওয়ায় সেখানে রথ প্রভৃতি যানবাহন চলতে পারছে না।

ক্বচিত্ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি ।
ক্বচিত্ ক্বচিত্ পর্বত-সংনিরুদ্ধং রূপং যথা শান্ত-মহার্ণবস্য ॥ ১৭॥

- অনুবাদ

আকাশ এই সময় কোথাও প্রকাশিত হয়ে অথবা অপ্রকাশিত হয়ে মেঘে শোভা পায়, কোথাও কোথাও আবার পর্বতের দ্বারা অবরুদ্ধ শান্ত মহাসমুদ্রের মতো শোভিত হয়।

✓ বিশেষ- নভঃ → মেঘ, শান্তমহার্ণবস্য→শান্তমহাসাগর

ব্যামিশ্রিতং সর্জকদম্বপুষ্পৈ-র্নবং জলং পর্বত-ধাতুতাম্রম্।
ময়ূর- কেকাভি-রনুপ্রযাতং শৈলাপগাঃ শীঘতরং বহতি॥ ১৮॥

- অনুবাদ

পার্বত্য নদীগুলি শাল ও কর্দমফুল মিশ্রিত হয়ে পার্বত্যধাতুতে মিশে তামাটে রঙের নতুন জলের রূপ ধারণ করে এবং ময়ূরের কোকাবরের সঙ্গে দ্রুত বেগে বয়ে চলে।

✓ বিশেষঃ- সর্জকদম্বপুষ্পৈঃ- শাল ও কদমফুলমিশ্রিত।
পর্বতধাতুতাম্রম্- পর্বতধাতু তামাটে রঙধারণ।
শৈলাপনাঃ- পার্বত্য নদীগুলি।

রসাকুলং ষট্পদ-সংনিকাশং প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
অনেকবর্ণং পবনাবধূতং ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপক্কম্॥ ১৯॥

- অনুবাদ

বর্ষাকালে প্রবণ বাতাসের দ্বারা আন্দোলিত হয়ে নানা রঙের পাকা আম ও জাম ফল বৃক্ষ থেকে মাটিতে পতিত হয় এবং মানুষেরা ভ্রমরের মতো সেই ফল প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করেন।

✓ বিশেষঃ- ষট্পদসন্নিকাশম্- ভ্রমরসদৃশ।
জম্বুফলম্ – জামফল
অনেকবর্ণং আম্রফলং বিপক্কম্ – নানা রঙের পাকা আম।
পবনাবধূতং – বাতাসের দ্বারা আন্দোলিত।

BSSEI

এখানে স্টাডি ম্যাটিরিয়ালের কিছু টা অংশ দেওয়া হলো।
এভাবেই সম্পূর্ণ স্টাডি ম্যাটিরিয়াল টি পেতে **8777279548** নম্বরে যোগাযোগ করুন।

বাংলার সেরা প্লাটফর্মে

NET-SET এর প্রস্তুতি নিন ঘরে বসে

- Unlimited Live class
- 24/7 Expert Guidance
- Exam Based Test Series
- Ebooks With Structured Content

We Also Guide For:

WB-TET | COMPETITIVE | C-TET

AVAILABLE SUBJECTS

- Sanskrit
- Bengali
- English
- History
- Geography
- Philosophy
- Education
- Pol-Science

BSSEI Belur Digital Classes
Study Online From Home

STUDY ON THE GO

BSSEI DIGITAL LEARNING APP

BSSEI
BELUR MATH

FOR MORE INFORMATION

CALL US: 8777279548